যায়যায়দিন

তারিখ ... 09 NOV 2007

পৃঃ ৩ কলাম ৮

ভিন্ন নামে আসছে একমুখী শিক্ষা

আশরাফুল হক রাজীব

ফের একমুখী শিক্ষা চালু হচ্ছে। তবে এবার ভিন্ন নামে। বিতর্কিত এ পদ্ধতির নামকরণ করা হয়েছে 'দক্ষতা ভিত্তিক মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম'। আগের নাম ছিল 'একমুখী মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম'। নাম পরিবর্তন ছাড়া এতে আর কোনো পরিবর্তন নেই। একমুখী পদ্ধতিতে নবম ও দশম শ্রেণীতে যে পাঠ্যক্রম ছিল নতুন পদ্ধতিতেও তাই রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

২০০৫ সালে ব্যাপক বিতর্কের মুখে এ পদ্ধতি স্থগিত করতে বাধ্য হয় তৎকালীন সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, আমরা এ পদ্ধতিকে একমুখী মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমের বদলে দক্ষতা ভিত্তিক মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম নাম দিয়েছি। কারণ একমুখী শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে নেতিবাচক ধারণা জন্ম নিয়েছে।

সরকার ৭৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি) গ্রহণ করেছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থিক সহায়তায় শুরু হওয়া এ প্রজেক্ট শেষ হবে ২০১৩ সালে। প্রজেক্টের মোট জনবল ৮৬০ জন। এর মধ্যে সরকারের বিভিন্ন সেক্টর থেকে

পৃ ২ ›› ক ৫

ভিন্ন নামে আসছে একমুখী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ডেপুটেশনে যোগ দিয়েছেন ৭২ জন। অবশিষ্ট ৭৮৮ জনকে নতুনভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে ১০০ জন এখনো কাজে যোগ দেননি।

এ প্রজেক্টে কয়েকটি ভাগ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো স্কিলড বেইজড কারিকুলাম। এর অধীনে নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম একমুখী করা হবে। বর্তমানে প্রচলিত বহুমুখী ভিত্তিক পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীরা মানবিক, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান বিভাগের জন্য আলাদা পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে।

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের পরিচালক এম আফজালুর রহমান গতকাল যায়যায়দিনকে বলেন, ২০০৯ সাল থেকেই আমরা স্কিলড বেইজড কারিকুলাম শুরু করতে চাই। সে লক্ষ্যেই আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। প্রয়োজনে পেছানো হতে পারে।

জানা গেছে, সরকার ১৯৮৩ সালে এক নির্বাহী আদেশে একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নির্দেশ দেয়। কিন্তু প্রস্তুতির অভাবে ছয় মাস পর তা বাতিল করা হয়। এরপর নতুন করে ২০০৩ সালে একমুখী পদ্ধতি চালু করার উদ্যোগ নেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক।

রাজধানীর একটি বেসরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, ২০০৫ সালে যেসব অভিযোগে একমুখী শিক্ষার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে অন্যতম হলো প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি না করেই এ পদ্ধতি চালু করা। এবারো সেসব অবকাঠামোর ঘাটতি পূরণের কোনো উদ্যোগ সরকারের তরফ থেকে নেয়া হয়নি। একমুখী শিক্ষা চালু করতে হলে দেশের সব স্কুলেই বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষক প্রয়োজন। অথচ অনেক স্কুল রয়েছে যেখানে বিজ্ঞান বা বাণিজ্য বিভাগই নেই। অথচ একমুখী শিক্ষায় সব বিষয়ই পড়তে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে দেশের ৭ হাজার ৪৭টি স্কুলে বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষক নেই। বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক নেই ১ হাজার ৫১২টি স্কুলে। মানবিক বিভাগের শিক্ষক নেই ২২৮টি স্কুলে।

উল্লেখ্য, সারা দেশে ১৪ হাজার ৫৫২টি মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে।

২০০৫ সালের ৬ ডিসেম্বর একমুখী শিক্ষা পদ্ধতি স্থগিত করা হয়। প্রথম দফায় ২০০৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করা হয়। কিন্তু ২০০৬ সালের মে মাসে একমুখী শিক্ষা ২০০৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করা হয়। গত ৪ ডিসেম্বর উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা স্থগিত করা হয়।

একমুখী শিক্ষা প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, সরকার যদি শিক্ষা সংস্কারে কাজ করতে চায় তা হলে একমুখী শিক্ষা ছাড়াও আরো অনেক কাজ রয়েছে। সরকারের সেদিকে মনোযোগ দেয়া দরকার। যদি শিক্ষার গুণগত কোনো পরিবর্তন করা না যায় তা হলে বিদেশি টাকায় এসব প্রজেক্ট নিয়ে কোনো লাভ হবে না।

সরকারি স্কুলের একজন শিক্ষক বলেন, আগে একমুখী শিক্ষার নামে দেড়শ কোটি টাকা গায়েব করা হয়েছে। এবার আবার নতুন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নতুন বোতলে পুরনো মদ খাওয়ার মতো অবস্থা। দক্ষতা বাড়ানোর কথা বলা হলেও এখানে মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার্থীদের রাখা হয়নি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের একজন সাবেক পরিচালক বলেন, সরকারের উচিত বিষয়টি নিয়ে এখনই দেশের শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলোচনা করা।